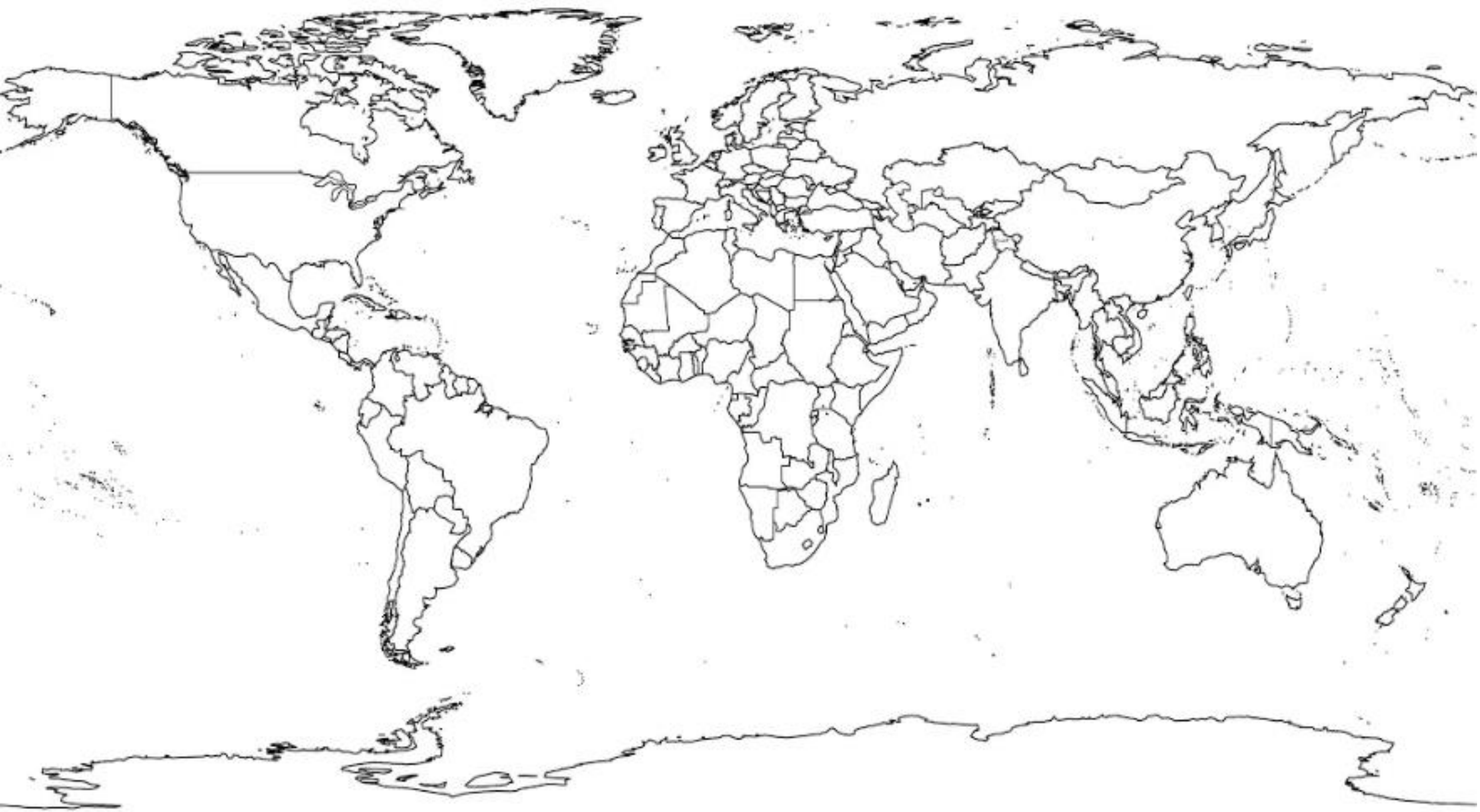

GREENLAND
U.S.A.
CANADA
U.S.A.
MEXICO
NORTH ATLANTIC
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
CHINA
IRAN
IRAQ
INDIA
PAKISTAN
TURKEY
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
MALI
NIGER
CHAD
SUDAN
NIGERIA
ETHIOPIA
SOMALIA
ANGOLA
ZAMBIA
MADAGASCAR
SOUTH AFRICA
VENEZUELA
GUYANA
COLOMBIA
ECUADOR
PERU
BRAZIL
BOLIVIA
PARAGUAY
CHILE
URUGUAY
ARGENTINA
NORTH PACIFIC
PHILIPPINES
INDONESIA
PAPUA NEW GUINEA
INDIAN OCEAN
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
SOUTH PACIFIC
SOUTH ATLANTIC
N
W
E
S
ANTARCTICA

# US China Trade War

## (যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন এর বাণিজ্য যুদ্ধ)

# সূচনা
# (Introduction)

বাণিজ্য সংঘাত বা Trade war হচ্ছে বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের একে অপরের উপর আমদানি-রপ্তানি শুল্কারোপ (Export- Import Tariff) বা আরো অন্যান্য বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। ঠিক এমনটাই ঘটেছে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে।

HUAWEI

একে অপরের উপর পাল্টাপাল্টি শুল্কারোপের (Tariff Imposition) মধ্য দিয়েই শুরু হয় দুই দেশের মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এই অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব। সর্বশেষ তা তীব্র আকার ধারণ করে যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে Huawei নিষিদ্ধ করা হয়।

মার্কিন-চীন বাণিজ্য ১৯৮০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২৩১ বিলিয়ন ডলারে উন্নতি হয়।

আজ মার্কিন-চীন বাণিজ্য ঘাটতি সার্ভিস এবং পণ্য মিলিয়ে ২০১৯ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ৬১৬ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার যা গত বছরের চেয়ে ১০ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার কম।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ২০১৩ সালে ৫০ হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত বাণিজ্য হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশ (আইসিসিবি) বুলেটিনের সম্পাদকীয় হতে আরও জানা যায় , ২০১৭ সালে দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ৫৮ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছায়। যুক্তরাষ্ট্রও বর্তমানে গাড়ি, বিমান, সয়াবিনসহ ১০৬ টি পণ্য রফতানি বাবদ চীনের কাছ থেকে বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলার আয় করে।

# Historical View

২য় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন ও সোভিয়েতের মধ্যে শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ (Cold War)। স্নায়ুযুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় ৫০ বছর। একুশ শতকে এসে আবার বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী দুই পরাশক্তি চীন-যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়েছে বাণিজ্যযুদ্ধে।

চীন দুটি ক্ষেত্রে আমেরিকার উপর বেশ নির্ভরশীল।

কৃষিক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট সামগ্রীর জন্য তারা পুরোপুরি আমেরিকার উপর নির্ভর করে।

চীনের রপ্তানির মূল বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

# চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের export import এর অবস্থান

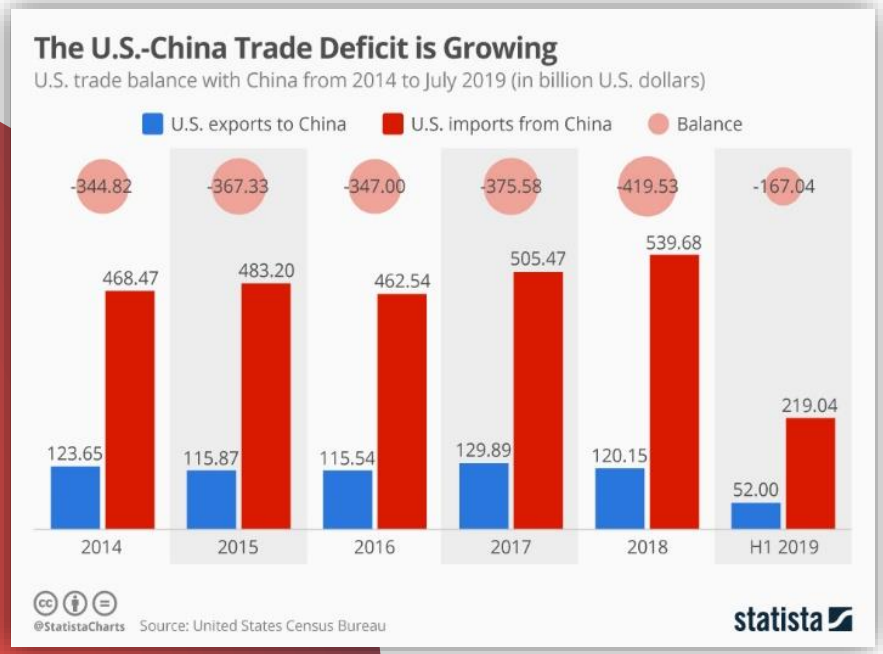

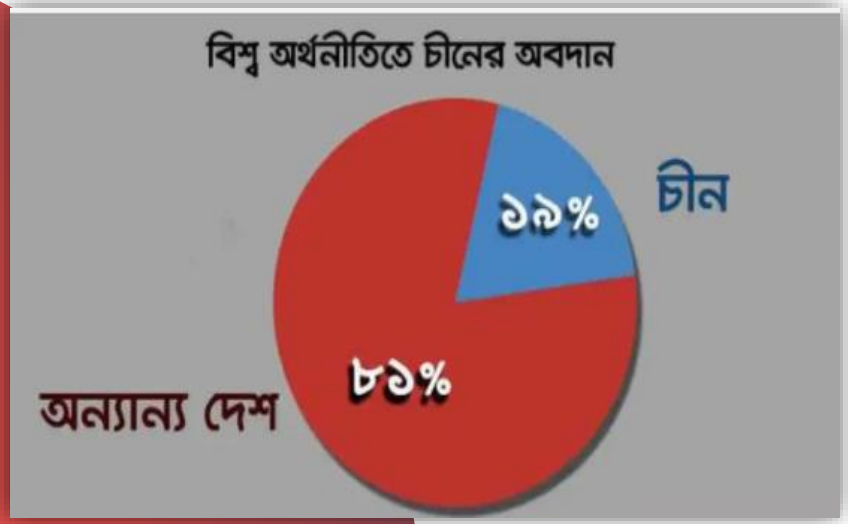

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রিশ বছর আগে চীনে বেশি রপ্তানি
করতো আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পণ্য, যেমন air craft.
আর চীন মূলত রপ্তানি করতো ভোগ্যপণ্য যেমন কাপড়, জুতো। এখন ঠিক উল্টোটা হচ্ছে,
চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করছে কম্পিউটার
আর যুক্তরাষ্ট্র ঝুঁকে পড়েছে সাধারণ ভোগ্য পণ্য রপ্তানিতে।

# Background

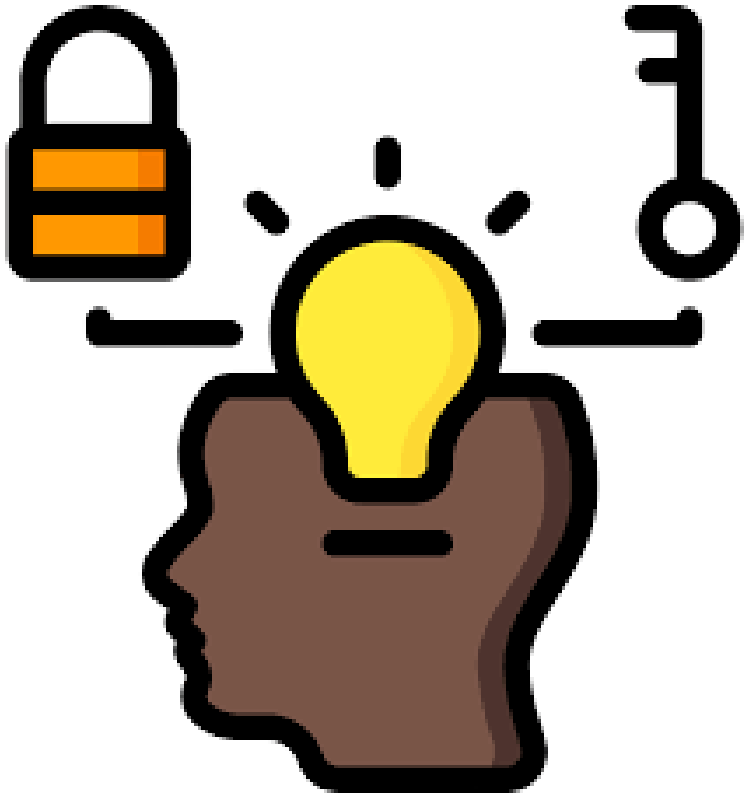

অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগের থেকেই শুরু হয় এই যুদ্ধ।

## Complains of USA

1. মার্কিন কোম্পানিগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) চুরি

2. চীনের কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তরে বাধ্য করা

3. চীন ভর্তুকি ও অন্যান্য সহায়তার মাধ্যমে অন্যায্যভাবে দেশীয় কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করছে (China is unfairly protecting the interests of domestic companies through subsidies and other assistance)

4. গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে আমেরিকা থেকে অন্যায়ভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা নিচ্ছে

5. ট্রাম্প এর মতে, প্রতি বছরে চীন আমেরিকা থেকে ৪০ থেকে ৬০ হাজার কোটি ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে।

## USA **এর দাবি**

1. **চীন যেন বাণিজ্যনীতিতে** (Trade rule) **পরিবর্তন আনে।**

2. **চীন যেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আরও বেশি পণ্য কিনে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনে।**

# Complains and stands of China

1. যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য সংঘাত শুরু করেছে।

2. চীন জানিয়ে দিয়েছে যে, অর্থনীতিতে বৃহত্তর কাঠামোগত পরিবর্তন আনার ইচ্ছা এই মুহূর্তে তাদের নেই।

# ঘটনা প্রবাহ

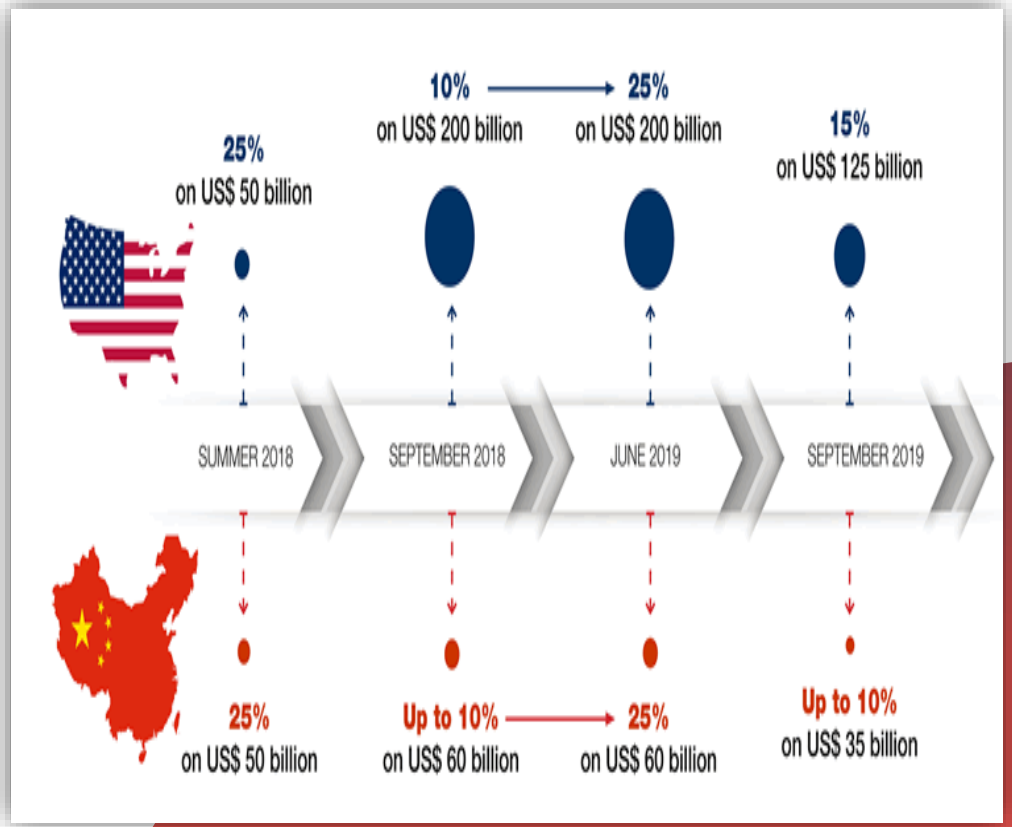
25%
on US$ 50 billion
10%
on US$ 200 billion
25%
on US$ 200 billion
15%
on US$ 125 billion
SUMMER 2018
SEPTEMBER 2018
JUNE 2019
SEPTEMBER 2019
25%
on US$ 50 billion
Up to 10%
on US$ 60 billion
25%
on US$ 60 billion
Up to 10%
on US$ 35 billion

How the US-China trade war has escalated
US tariffs
China tariffs
Jul 2018
$34bn
$34bn
Aug 2018
$16bn
$16bn
Sep 2018
$200bn at 10%
$60bn at 10%
May 2019
$200bn at 25%
Jun 2019
$60bn at 25%
September 2019 – December 2019
The US and China have threatened to impose new tariffs and increase existing ones.
Source: BBC research
BBC

**Tax Impose by USA- ইউরোপ ও চীন থেকে আমদানী করা স্টিলে ২৫% ও এলুমিনিয়ামে ১০% অতিরিক্ত শুল্কারোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।**

ইউরোপের দেশগুলোর ওপর আরোপিত শুল্ক বাতিলের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। তবে চীনের ওপর তা বহাল থাকে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৫০ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের আমাদানিকৃত চীনা পণ্যের ওপর শুল্কারোপের জন্য এক আদেশে সই করেন।

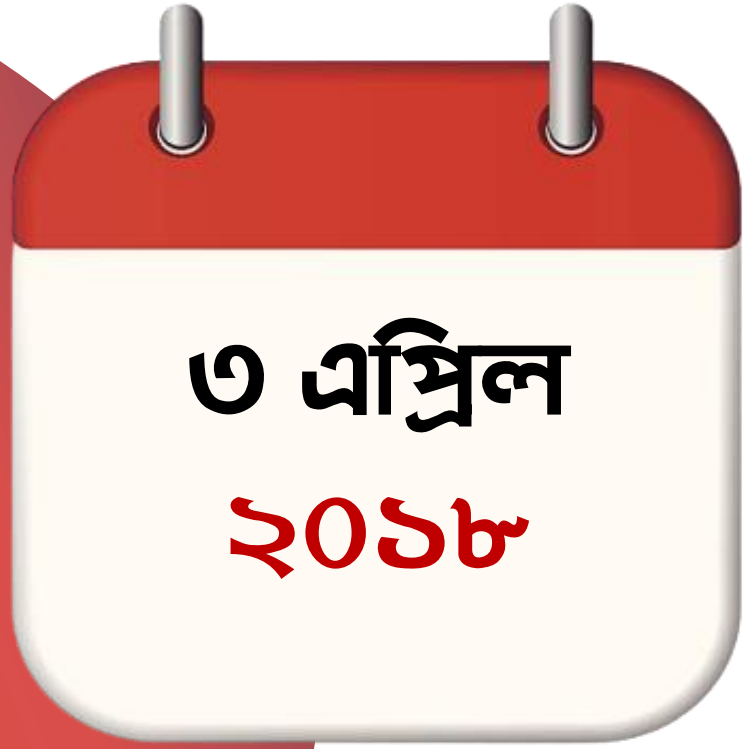


চীনের ৫০০০ কোটি ডলারের পণ্যের নতুন তালিকা তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্র

চীন তৈরি করে সয়াবিন, গাড়ি বিমানসহ মার্কিন পণ্যের তালিকা এবং আমেরিকা থেকে আমদানি করা ১২৮ টি পণ্যের ওপর ২৫% শুল্ক বৃদ্ধি করে

মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি ঘোচাতে
খসড়া চুক্তি সাক্ষরিত হয়

ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫,০০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্যের উপর ২৫% আমদানী শুল্কারোপ করে

চীনের আরও ১৬০০ কোটি ডলারের পণ্যের ওপর শুল্কারোপ কার্যকর করে যুক্তরাষ্ট্র

পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে চীনও ১৬০০ কোটি ডলারের মার্কিন পণ্যে ২৫% শুল্কারোপ করে

আর্জেন্টিনায় অনুষ্ঠিত হয় অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভাব প্রতিপত্তিশীল ১৯ টি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের নিয়ে গঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন, ঐ বৈঠক থেকে জানানো হয় ৯০ দিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে শুল্কারোপ স্থগিত থাকবে। আর যদি এর মধ্যে কোন সমঝোতা না হয় ,তাহলে ২০% শুল্ক ধার্য করা হবে।

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে কানাডায় চীনা মোবাইল কোম্পানি হুয়াওয়ের শীর্ষ নির্বাহী, মেং ওয়ানঝুকে  আটক করা হয়। এই গ্রেপ্তারের পর অ্যাপল পণ্য বর্জন করতে শুরু করে চীনারা।

রেকর্ড পরিমান মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি, ৬২১ বিলিয়ন ডলার।

চীনের ২০,০০০ কোটি ডলার পণ্যের ওপর ১০% থেকে বাড়িয়ে ২৫% শুল্কারোপ করার সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন প্রশাসন।

যুক্তরাষ্ট্রের ৬০,০০০ কোটি ডলারের পণ্যের ওপর শুল্কারোপের ঘোষণা দেয় চীন। আর তা কার্যকর হয় ১ জুন ২০১৯ থেকে।

ট্রাম্প প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে হুয়াওয়েকে যুক্তরাষ্ট্রে ‘কালো তালিকাভুক্ত’ করে।

# After Effect

1. যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি কমেছে প্রায় 6,000 কোটি ডলার (2019 এর নভেম্বর পর্যন্ত), তবে দু দেশের মধ্যে বাণিজ্য কমেছে প্রায় 10,000 কোটি ডলারের

2. চীনে মার্কিন কৃষিপণ্য রপ্তানি কমেছে- চীনে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিজাত রপ্তানি 2,500 কোটি ডলার থেকে কমে এখন 700 কোটি ডলারের নীচে।

3. **হ্রাস পেয়েছে চীনা বিনিয়োগ-**

**ওয়াশিংটনভিত্তিক** think-tank **আমেরিকান** enterprise institute **এর হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্রে চীনা কোম্পানির বিনিয়োগ ২০১৬ সালে ছিলো** 5,400 **কোটি ডলার আর ২০১৮ সালে এটি হয়েছে** 907 **কোটি ডলার।**

4. **তমসাচ্ছন্ন বাণিজ্য পরিবেশ**

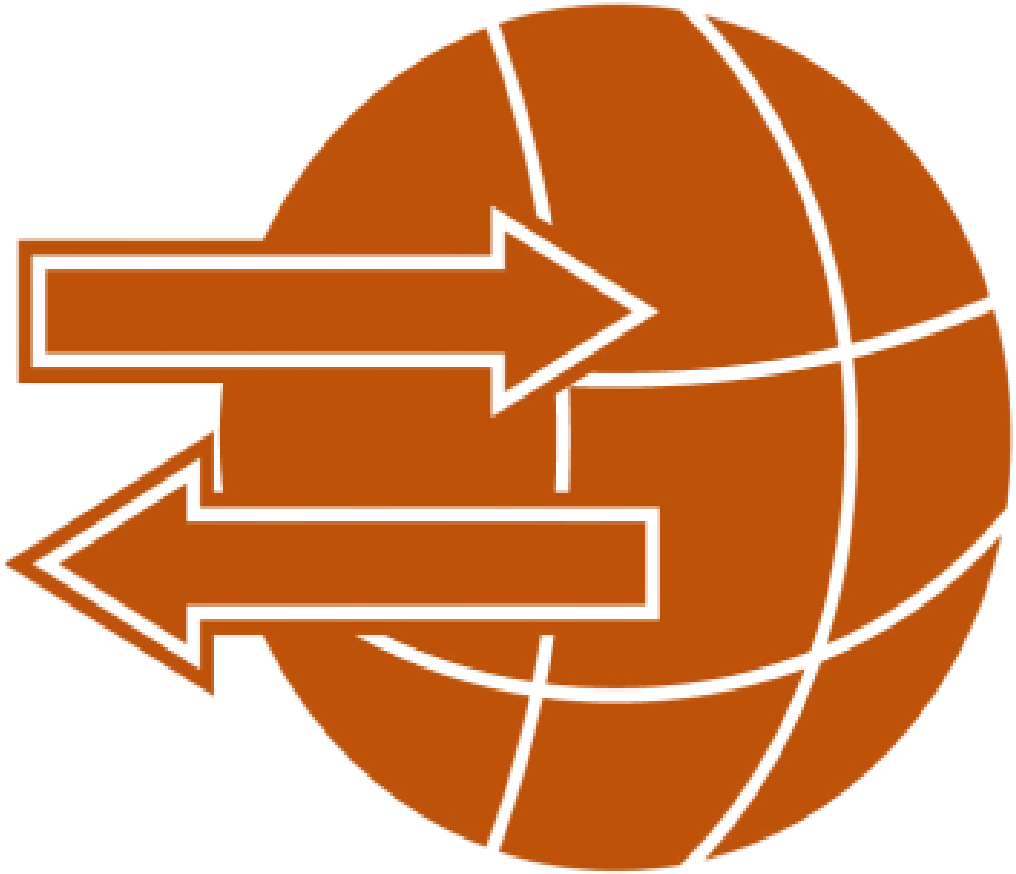

5. চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব অর্থনীতির জন্য বড় ধাক্কা

6. আমেরিকা-চীন বাণিজ্য যুদ্ধে লাভের সম্ভাবনা বেড়েছে- যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো এখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর দিকে ঝুঁকছে, এর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ (১৪% আমদানি বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র) ও ভিয়েতনাম। এছাড়া তাইওয়ান থেকে ২৩ শতাংশ ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ১২ শতাংশ আমদানি বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

**অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাণিজ্যযুদ্ধে যেহেতু পণ্যের দাম বেড়ে যায় — তাই শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ মানুষ, যারা পণ্য কেনে।**

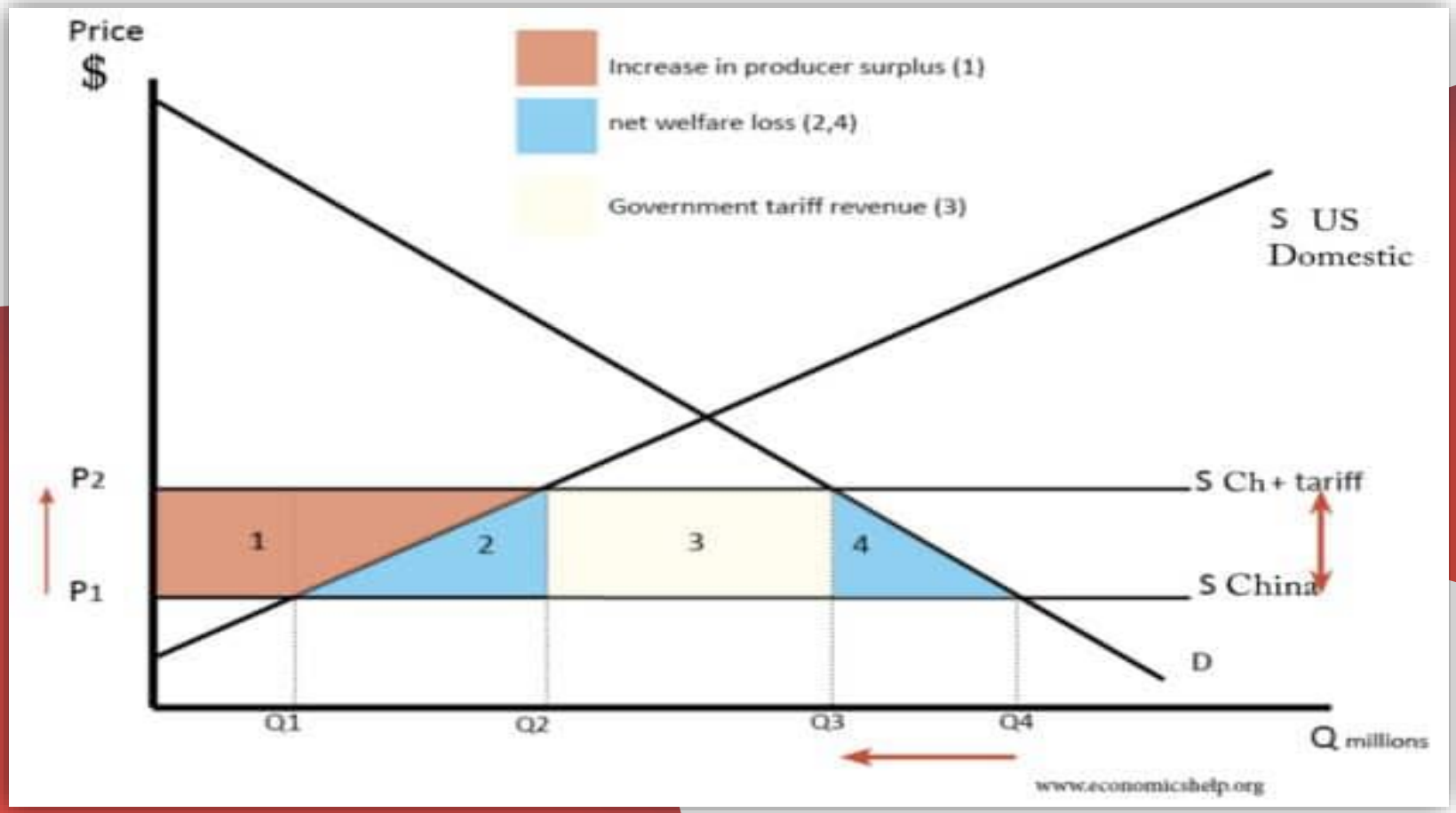

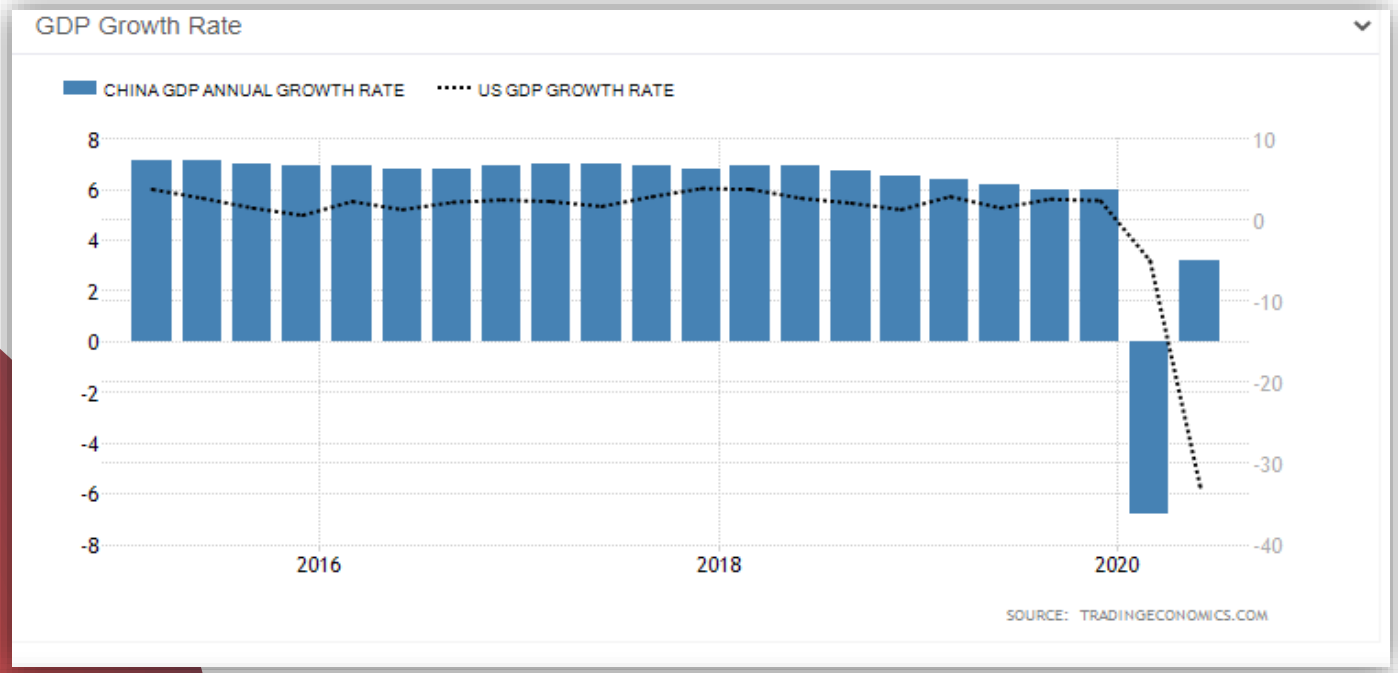
GDP Growth Rate
CHINA GDP ANNUAL GROWTH RATE
US GDP GROWTH RATE
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
10
0
-10
-20
-30
-40
2016
2018
2020
SOURCE: TRADINGECONOMICS.COM

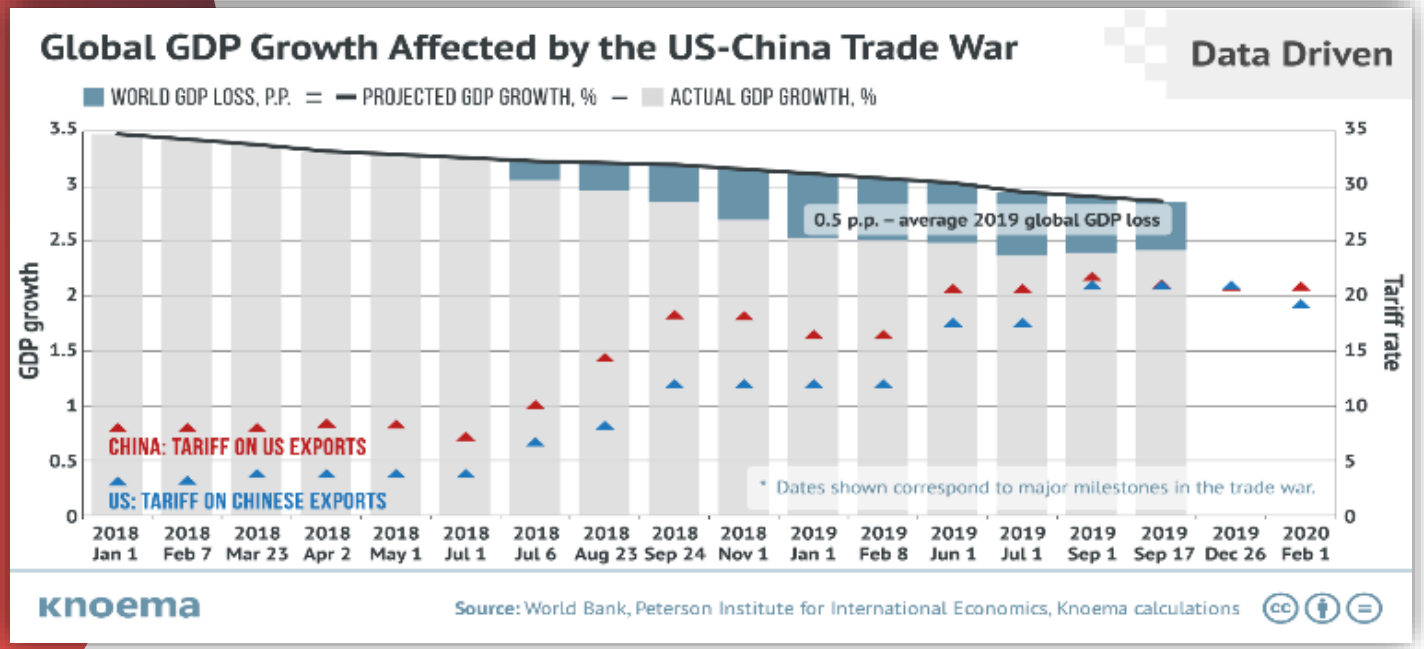
Global GDP Growth Affected by the US-China Trade War
Data Driven
WORLD GDP LOSS, P.P.
PROJECTED GDP GROWTH, %
ACTUAL GDP GROWTH, %
GDP growth
Tariff rate
0.5 p.p. – average 2019 global GDP loss
CHINA: TARIFF ON US EXPORTS
US: TARIFF ON CHINESE EXPORTS
* Dates shown correspond to major milestones in the trade war.
2018 Jan 1
2018 Feb 7
2018 Mar 23
2018 Apr 2
2018 May 1
2018 Jul 1
2018 Jul 6
2018 Aug 23
2018 Sep 24
2018 Nov 1
2019 Jan 1
2019 Feb 8
2019 Jun 1
2019 Jul 1
2019 Sep 1
2019 Sep 17
2019 Dec 26
2020 Feb 1
knoema
Source: World Bank, Peterson Institute for International Economics, Knoema calculations

Countries can target each other by raising import tariffs.
What happens in such a situation?

The United States raises import tariffs on Chinese exports

## Effect in the US

Larger market share for firms operating on US soil and more jobs. Higher government revenues

## Effect in China

Chinese exporters face higher costs

## What are China's options

**Option 1**

Passthrough of higher costs in sales prices

**Option 2**

Bear the burden of higher costs

**Option 3**

China retaliates by raising import tariffs on US exports

## Effect Option 1

Market share of Chinese exporters in the US declines due to a deteriorating competitive position. American consumers have to pay a higher price

## Effect Option 2

Lower profitability leads to lower growth of private investment, shareholder returns and employment

Rabobank

# New Agreement

2020 এ অবশেষে দুই দেশের নেতারা এই যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চীনা নেতারা এই চুক্তিকে বলছেন 'উইন-উইন'। আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন, চুক্তি মার্কিন অর্থনীতিতে 'পরিবর্তন ঘটাবে'।

## নতুন চীন-মার্কিন চুক্তিতে যা থাকছে

চীন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়িয়ে ২০০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে নিয়ে যাবে, যা ২০১৭ সালের সমপরিমাণ হবে। কৃষিপণ্য আমদানি বাড়াবে ৩২ বিলিয়ন ডলার, শিল্পপণ্য আমদানি করবে ৭৮ বিলিয়ন ডলার, বিদ্যুৎ আমদানি ৫২ বিলিয়ন ডলার এবং সেবাখাতে চীন আমদানি করবে ৩৮ বিলিয়ন ডলার।

- নকল ঠেকাতে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিতে একমত হয়েছে চীন। আর trade secret চুরির ব্যাপারে কোম্পানিগুলোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া সহজতর করবে।

- ৩৬০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত চীনা পণ্য আমদানিতে ২৫% পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করবে যুক্তরাষ্ট্র। অপরপক্ষে চীন, ১০০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত মার্কিন পণ্য আমদানিতে শুল্ক কাঠামো পুনঃবিন্যাস করবে।

# Conclusion

চীনের সঙ্গে সম্পর্কের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাদের জীবিকা রক্ষা করার জন্য , ভূরাজনৈতিক সংঘাত শুরু করার জন্য নয়। এই ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অনেক মার্কিনের জীবন ও জীবিকার ওপর আঘাত হানতে পারে। কারণ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান আদামাস ইন্টেলিজেন্সের তথ্য অনুযায়ী দুর্লভ ধাতু ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদনে বিশ্বের মোট সক্ষমতার ৮৫ শতাংশই চীন নির্ভর। আর, ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় দুর্লভ ধাতুর ৮০ শতাংশ আমদানি করা হয়েছে চীন থেকে

বিশেষজ্ঞরা বলছেন চীনের সাথে বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুল পয়েন্টগুলো মিস করেছে। এমনকি বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বাণিজ্য সমঝোতা চুক্তির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে,পণ্যের মানের চেয়ে, পণ্যের পরিমাণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে  গতকালের বন্ধু বলে কিছু নেই। আবার শত্রু হওয়াটাও আপেক্ষিক।

# ধন্যবাদ